

বাংলাদেশ হাউস, আমাদের আপন ঠিকানা

কাজী জহিরুল ইসলাম

গতকাল দিনটি ছিল অন্যরকম।

আইভরিকোস্টে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনের বয়স তিন বছর পেরিয়ে গেছে, সেই সাথে আমাদের, মানে বাংলাদেশের, উপস্থিতিও। অনেকদিন ধরেই আলোচনা চলছিল, আইভরিকোস্টের রাজধানী আবিদজানে একটি ‘বাংলাদেশ হাউস’ করা যায় কিনা। প্রায় বছর দেড়েক আগে এই প্রস্তাবটি নিয়ে আমার সাথে কথা বলেন বাংলাদেশ নেভির কমান্ডার বদরুদ্দোজা চৌধুরী। আসলে যে কোন প্রস্তাবের উদ্ভব হয় প্রয়োজন থেকে। বদরুদ্দোজা চৌধুরীর তখন কর্মক্ষেত্র ছিল আইভরিকোস্টের দক্ষিণ পশ্চিম উপকূলীয় শহর সান পেরদ্রোতে। অপূর্ব প্রাকৃতিক লীলা-বৈচিত্রের শহর সান-পেরদ্রো। একদিকে খাড়া পাহাড় উঠে গেছে আকাশে, অন্যদিকে বুনো আটলান্টিকের ফেনা ছোবল মারছে পাহাড়ের পায়ে। লম্বা উইক-এন্ড পেলেই আমরা ছুটি কাটাতে বেরিয়ে পড়ি সান-পেরদ্রোর সৈকতে। সুন্দর দূর থেকেই সুন্দর। সুন্দরের ভেতরে অবস্থান করে সুন্দরকে উপভোগ করা যায় না। তখন সকল সৌন্দর্যই ম্লান, একঘেয়ে হয়ে আসে। সান পেরদ্রো আমাদের কাছে যতোই সুন্দর মনে হোক, বদরুদ্দোজার কাছে তা কেবলই একাকীত্বের একঘেয়েমী। তাই তিনি বাঙালী সঙ্গ লাভের লোভে সুযোগ পেলেই ছুটে আসেন আবিদজান শহরে। শুধু বাঙালী সঙ্গলাভের লোভেই নয়, তাকে নানান কাজেও সান পেরদ্রো থেকে ৪০০ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে ছুটে আসতে হয় আবিদজান শহরে। স্বভাবতই আবিদজানে তার জন্য একটি নিরাপদ এবং আরামদায়ক থাকার জায়গা খুব প্রয়োজন। সেই প্রয়োজন থেকেই তিনি প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন। আমি সাথে সাথে তাকে সমর্থন জানাই। এরি মধ্যে নানান দেশের নানান হাউস হয়ে গেছে, যেমন রাশান হাউজ, শ্রীলংকান হাউস, নাইজেরিয়ান হাউস, ঘানিয়ান হাউস। জাতিসংঘের এই মিশনে মোট সেনা সদস্যের অর্ধেকই হলো বাংলাদেশী। আমাদের দু’টি ফর্মড পুলিশ উইনিট আছে, আছে ইউএন পুলিশ, মিলিটারি অবজার্ভার এবং ক’জন বেসামরিক কর্মকর্তাও। আর আমাদের, মানে বাংলাদেশের নামে কোন হাউস নেই? এটা হতেই পারে না। এরি মধ্যে এলেন লে. কর্ণেল দিদার আর চলে গেলেন কমান্ডার বদরুদ্দোজা চৌধুরী। কর্ণেল দিদার প্রস্তাবটা নিয়ে বেশ নারাচারা করলেন, এখানে-সেখানে কথা বললেন। কাজ তেমন এগুলো না। মিলিটারিদের পক্ষে কিছু করা অতো সহজ নয়। কারণ ওদের প্রতিটা পদক্ষেপই অফিশিয়াল। উর্ধতন কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিতে হয় যে কোন কিছু করার আগে। বাংলাদেশী সামরিক বাহিনীর একজন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আছেন আইভরিকোস্টে। তিনিই সর্বোচ্চ পদাধিকারী বাংলাদেশী সামরিক কর্মকর্তা। যেহেতু মিলিটারিদের কর্মকাল এক বছর, প্রতি বছরই ইউনিফর্মের ভেতরের মানুষটি বদলে যায়। প্রথম ছিলেন, ব্রিগেডিয়ার রফিকুল ইসলাম (এখন তিনি মেজর জেনারেল), এরপর এলেন ব্রিগেডিয়ার জহুর আর এখন আছেন ব্রিগেডিয়ার মঈন।

কিছুদিনের মধ্যেই দেশ থেকে এলেন লে. কর্ণেল মঞ্জুর। ধীর-স্থির, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ কর্ণেল মঞ্জুর, কথা যা বলেন, কাজ করেন তার চেয়ে অনেক বেশী। এবং কাজগুলো করেন বেশ গুছিয়ে। তিনি বদরুদ্দোজার প্রস্তাবটিকে বাস্তবায়নে মোটামুটি উঠে-পড়েই লাগলেন। তাকে পেছন থেকে সাপোর্ট দিচ্ছি আমরা সবাই। আবিদজানে বাংলাদেশের একটি সাপোর্ট কম্পানি আছে, বর্তমানে যার কমান্ডার লে. কর্ণেল মমিনুর রহমান। এই ভদ্রলোককে আমি যতদূর চিনেছি, তিনি যদি একবার বলেন, এটা করবো, তাহলে সেটা করেই ছাড়েন। ভীষণ করিৎকর্মা মানুষ। কর্ণেল মমিন এবং কর্ণেল মঞ্জুর, এই দুই ‘ম’

মিলে অবশেষে বাংলাদেশীদের স্বপ্ন বাস্তবায়ন করলেন। আইভরিকোস্টে এখন আমাদের একটি ঠিকানা হলো, যার নাম ‘বাংলাদেশ হাউস’। গতকাল ছিল তার গৃহপ্রবেশ অনুষ্ঠান। আবিদজানের একটি অভিজাত এলাকা রিভিয়েরা। প্রশস্ত রাস্তা-ঘাট, নিরিবিলি, একটি প্রকৃত আবাসিক এলাকা। যেমনটি আশির দশকে ছিল ঢাকার গুলশান। রিভিয়েরা-৩ এ একটি বেশ বড়সড় ইনডিপেনডেন্ট বাসা ভাড়া নিয়ে বানানো হয়েছে ‘বাংলাদেশ হাউস’। আবিদজানের বাইরে থেকে আসা বাংলাদেশী অতিথিরাই শুধু নয়, বাংলাদেশের পতাকাখচিত এই বাসাটি আইভরিকোস্টে অবস্থানরত সকল বাংলাদেশী নাগরিকের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। আমরা যখন প্রবাস কারার দুঃসহ যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে উঠবো তখন লাল-সবুজের পতাকাখচিত এই বাংলাদেশ হাউসে এসে হৃদয়ের জ্বালা জুড়াতে সবাই একসঙ্গে গাইবো, **‘একবার যেতে দে না আমার ছোট সোনার গায়/যেথায় কোকিল ডাকে কুছ/দোয়েল ডাকে মুছমুছ/নদী যেথায় ছুটে চলে আপন ঠিকানায়...’**। আইভরিকোস্টে বাংলাদেশ হাউস যেন একটুকরো বাংলাদেশ, আমাদের আপন ঠিকানা। এই আপন ঠিকানার মর্যাদা আমরা কিছুতেই স্লোন হতে দেব না, এমন শপথই উচ্চারিত হলো সকলের কণ্ঠে, গতকাল, গৃহপ্রবেশ অনুষ্ঠানে।

আবিদজান, আইভরিকোস্ট

২৫ মার্চ, ২০০৭